মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার পালন

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল তিনটার সময় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মেহেরপুরের আয়োজনে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দীন, মেহেরপুর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জি এম সিরাজুম মূনীর প্রমুখ।

এ সময় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, ২ ছাত্রলীগ নেতা আটক

গত ৫ আগস্ট সকালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের হামলার ঘটনায় মেহেরপুরের ২ ছাত্রলীগ নেতা কে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রোববার সকাল ১১ টার দিকে তাদের আটক করে। আটকরা হলেন-মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার মুকুল হোসেনের ছেলে সুইট মাহমুদ(২৮) ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে আশিকুর রহমান(২৭)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া জানান, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইবুনাল আদালতে ওই মামলা করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। প্রেক্ষাপটে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তাদের আটক করে। আটককৃতদের মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে বিসিডিএস এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুর জেলা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট (বিসিডিএস) সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে সাবেক কমিটি পদত্যাগ পত্র হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের ওভার ট্রাম রেস্টুরেন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে সাবেক কমিটি পদত্যাগ করে নতুন আহ্বায়ক কমিটির হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দেন। এ সময় সাবেক কমিটির সভাপতি আনারুল মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাদেকুজ্জামান খান, সহ-সভাপতি আব্দুল লতিব, নির্বাহী সদস্য আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) মেহেরপুর জেলা শাখার নবগঠিত আহবায়ক কমিটির প্রধান মো: রিনু, কার্যনির্বাহী সদস্য কাজী খয়ের উদ্দিন রবি, ইসমাইল হোসেন, ইমন বিশ্বাস, বেনজির আহমেদ ও সাইফুল ইসলামসহ ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির তালিকা করে ঘোষণা করেন সাবেক সভাপতি আনারুল মিয়া।

এ সময় তিনি বলেন, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং সেই সাথে তাদের সার্বিক কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমরা পাশে থাকব। একটি সুন্দর আহবায়ক কমিটির পরিচয় দিয়ে তারা

তাদের সময়মতো একটি সুন্দর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা করবেন এই আশা ব্যক্ত করে তাদের জন্য দোয়া কামনা করছি।

নবগঠিত আহবায়ক কমিটির প্রধান রিনু বলেন, আমাদের ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি সাবেক কমিটির সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে আগামী নির্বাচনের জন্য কাজ করে যাব এবং কমিটির নাম ভাঙিয়ে কেউ যদি কোন প্রকার চাঁদাবাজি করে তাহলে আমাদেরকে জানাবেন আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।সেই সাথে মেহেরপুর জেলার সকল ওষুধ ব্যবসায়ী গনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুজিবনগরে কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পেঁয়াজ বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৩ হাজার ৫শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ও ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বৃন্দ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৩ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি

সার, ৫০ গ্রাম ওজনের ১পেকেট কীটনাশক এবং ১০০ ফুটের এক পিস পলিনেট বিতরণ করা হবে।

গাংনীর করমদীতে পানিতে ডুবে প্রতিবন্ধী শিশুর মৃত্যু

পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানির নিচে তলিয়ে ফাতেমা খাতুন (১২) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা খাতুন করমদী গ্রামের সৌদি প্রবাসী ইমারুল ইসলামের মেয়ে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তৌহিদ হোসেন জানান, ফাতেমা খাতুন তার চাচা এনামুল হকের সাথে প্রতিবেশী পাঞ্জাব মণ্ডলের পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসল শেষে চাচা এনামুল হক পুকুর থেকে উঠলেও ফাতেমা খাতুনকে পাননি। পরে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন।

খবর পেয়ে ফাতেমা খাতুনের মা ববিতা খাতুনসহ প্রতিবেশীরা পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফাতেমা খাতুনকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করেন। পরে সন্ধানী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করা হয়।
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন শেনী পেশার মানুষ । দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক,মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন,
সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামান, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানান,মেহেরপুর – কুষ্টিয়ার প্রায় ৪৫ কিলোমিটার
সড়ক প্রসস্তকরন কাজ শুরু করেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগ।
মেহেরপুর অঞ্চল এবং কুস্টিয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সে লক্ষে ২০২৩ সালের শেষের দিকে সড়ক বিভাগ সড়কের দুই দিকের বড়বড় শতবৎসরের গাছ কেটে সড়কের দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায় সড়ক বিভাগ। সে সময় সড়কে অবস্থিত জেলার প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি অপসারণ করা হয়। অপসারনের হাত থেকে রক্ষা পাইনি মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানের প্রাচীরও। এখানে রাস্তা প্রসস্তকরনে জনগনের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে একক ভাবে ব্যাক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী,মনগড়া ও দায়সারা কাজ শেষ করতে চাওয়ায় জনগন দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। বাসস্ট্যান্ডের এই যাত্রী ছাউনি অপসারন না করে সড়কের কাজ শেষ করা
হলে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেও দাবী করেন
বিক্ষোভকারীরা।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ ও মেহেরপুর
জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর বরাবর স্বারক লিপি দেয়া হয়।
ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা সড়ক বিভাগ,জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকলের

বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন।
গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী আলাল উদ্দিন রেন্টু বলেন, বর্তমান বিচার বিভাগ,জেলা প্রশাসন,জেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন আছেন সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য। অথচ সড়ক বিভাগ রাস্তা প্রসস্তকরনের আগে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ভেংগে দিয়েছে। অথচ গাংনীর হাজারও মানুষের চাওয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সড়ক বিভাগ গাংনী বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি নামক একটি ফলের দেকানে এসে স্থবির হয়ে পড়ছে। সড়ক বিভাগের এমন উদাসীনতা ও প্রশাসনের এমন ঢিলেঢালা মনোভাব দেখে হাজার মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক নানা প্রশ্ন।
গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন বলেন, জেলা পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ সবই জনস্বার্থে কাজ করেন। গাংনী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড। এখানে ত্রিভুজাকৃতির একটি সড়ক নির্মানের নকশা রয়েছে। সর্বসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জেলা পরিষদের চুক্তি খুব সহজেই বাতিল করা যায়। এখানে টার্নিং পয়েন্ট টি পরিস্কার করা না হলে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটবে এবং যে উদদেশ্যে সড়ক প্রসস্তকরন করা হচ্ছে সেই সুফল থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকবেন।
গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন,যাত্রী ছাউনি অপসারনের দবীতে বাজারের সকল ব্যাবসায়ীরা রাস্তায় নেমে অবরোধ কর্মসুচী ও বিক্ষো করেন। এতে বাজারে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। আমি বিষয়টি জেনে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন না ঘটে সেজন্য সাথে আ: মালেক স্টোরের নিরাপত্তার কথা ভেবে সাময়িক সময়ের জন্য দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়।
গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, সড়ক বিভাগ ও জেলা পরিষদ মানুষের সাথে লুকোচুরি খেলছে। মেহেরপুর থেকে শুরু করে খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত সব অবৈদ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি ভাঙ্গা হয়েছে। এমনকি রাস্তার পাশে থাকা মসজিদ ও ইদগাহ ভাংগা হয়েছে। অথচ গাংনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি ও একটি দোকান কেনো ভাংগা হয়নি। তা জানতে চাই গাংনীর মানুষ।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন,মেহেরপুরে দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর কাছে স্বারক লীপী দেয়া হয়েছে। বেশ কয়কদিন অতিবাহিত হলেও সাধারন মানুষ তার কোন সুফল পাইনি। যার ফলে মানুষকে আন্দোলনে বাধ্য হতে হয়েছে। একক ক্ষমতাকে প্রাধান্য না দিয়ে জনগনের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে যে কোন অস্থিশীল পরিস্থিতির জন্য উপজেলা প্রশাসন দায়ী থাকবেন। গাংনী উপজেলা ন্র্বিাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, আজ সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারণ মানুষ যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করেন। এসময় রাস্তায় গাছ ফেলে সড়ক

অবরোধ করে রাখে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত সকলের কথা শুনেছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি। এটি একক বিষয় নয়। সড়ক বিভাগ,জেলা পরিষদ জড়িত। ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলেচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ শান্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন,আমি বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করছেন এ বিষয়টি আমাকে ইউএনও জানিয়েছে। সকলকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হয়েছে। “কর্তৃপক্ষের সকল দ্বার, খুলে দেবে তথ্য অধিকার” প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার, ইন্সপেক্টর আব্দুল আলিম, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি মো: নাজমুল হক (লিটন), প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, মেহেরপুর এন জি ও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানসিকতা পরিবর্তনের পাশাপাশি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। আর জবাবদিহিতা বাড়লে অপরাধ প্রবনতা বা দূর্নীতি কমতে শুরু করবে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষকে চিন্তা-চেতনা ও কথা বলার অধিকার

দিতে হবে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানের তথ্য অধিকার আইনের তথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুঃ তানভীর হাসান রুমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর,জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আকাশ কুমার কুন্ড, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হয়রানী ও মানহানিমুলক কথা বলার প্রতিবাদ এবং জন্ম সাল নিয়ে যে বিভ্রান্তিমুলক অপপ্রচার চলছে তারই প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গাংনী মহিলা কেেলেজর সভা কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। তিনি বলেন,আমি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধক্ষ্য। ১৯৯৫ সাল থেকে এযাবত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। সমপ্রতি দেশে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে।এই সুযোগে হঠাৎ করে অত্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলু কলেজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃস্টি করার জন্য আমার নামে বিভিন্ন মিথ্যাচার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছে। সাজেদুল ইসলাম বুলু যে বিষয়ে পড়ান দীর্ঘ ২২ বছর সেই বিষয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি না করায় তাকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়না। তিনি কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ান এবং মাস শেষে কলেজের বেতন ভোগ করেন। এর প্রতিবাদ করায়, সে একাধিকবার আমাকে অপদস্থ করেছে। সে শিক্ষার্থীদের সামনে দুইজন শিক্ষক কে মেরে আহত করে।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক বেদারুল আলম এমন পরিস্থিতিতে কলেজে এসে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ ঘোষনা দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা বগলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন কলেজ আমার কথায় চলবে এবং অধ্যক্ষের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী আরও বলেন,তাদের অভিযোগ আমার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত। আমি মহা: খোরশেদ আলী ও আমার ছোটভাই মুরাদ হোসেন ক্লাশ ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে লেখাপড়া করি। এলাকার সকলে মনে করতো আমরা দুজন জমজভাই। আমার যিনি বড়ভাই মো : মুজাহিদ হাসান সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।তার এসএসসি ১৯৭৮ সালে।আমার আর মুরাদের এসএসসি ১৯৮০ সালে। মুজাহিদের জন্ম তারিখ সার্টিফিকেট অনুযায়ী করা হয়েছে ১/১/১৯৬৪ সাল। আর আমার জন্ম তারিক এসএসসি সার্টিফিকেট এ করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৬৩ সাল। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চেয়ে আমাকে এক বছরের বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা মায়ের দায়িত্বহীনতার কারনে বয়সের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই না। পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে আমরা বয়স সংশোধন করা হয়েছে। পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিধি মোতাবেক বড় ভাইয়ের এক বছরের ছোট করে আমার জন্ম তারিখ করা হয় ৩১/১২/১৯৬৫ সাল। সাজেদুল ইসলাম বুলু ও বেদারুল ইসলাম গত ২৪ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দে জানাই।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি। এবং বিগত দিনেও কলেজে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়নি। আমি অর্থ ও পাচুর্য্য বিলাশী নই। আমি আজও একটি ভাল বাড়ি বানাতে পারিনি। আজও ভাড়া বাড়িতে বসবাস করি।

সংবাদ সম্মলনে কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ রবি,মো: রমজান আলী,ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সিরাতুন্নবী (সাঃ)

উদযাপন উপলক্ষে নাতে রাসুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে নাতে রাসুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদযাপন উপলক্ষে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে শহীদ শামসুলজোহা পার্কে ইসলামিক গান, কবিতা, গজল পরিবেশন করা হয়।

কানন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ মেহেরপুর ও উপদেষ্টা এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালক মোঃ আব্দুল জাব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কবিতা, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, কবি ও গবেষক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সমাজসেবক ও কানন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা তাজউদ্দীন খান।

এসময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায়, কাজী নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোহাঃ মোসলেম আলীকে ক্ষীকৃতি স্মারক দেওয়া হয়। একইভাবে একে এম সাইফুল্লাহকে দ্বীন ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখায় মরনোত্তর পদক এবং সোহেল রানা ডলারকে সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় স্মারক প্রদান করা হয়।

এসময় দর্শকদের মন জয় করে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী সুরসম্রাট মশিউর রহমান,জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সাড়া জাগানো শিশু শিল্পীজাহিন ইকবাল, মুজাহিদুল ইসলাম,গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী মাহফুজ মামুন ইসলামিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।